এপটেকের **ASSET** কার্যক্রমের আওতায়

প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম

ফ্লোরা সিস্টেমস্ বিশ্বমানের তথ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরি করবে

বিশ্ববিখ্যাত 'এপটেক কমপিউটার এডুকেশন' ঢাকায় ইস্কাটনে তাদের সপ্তম কমপিউটার শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে। এ উপলক্ষে এপটেক এবং বাংলাদেশে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার ফ্লোরা সিস্টেমস লিঃ যৌথভাবে গত ১২ জুলাই ঢাকার একটি হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ফ্লোরা সিস্টেমস-এর চেয়ারম্যান মোস্তফা নুরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম ডিউক, এপটেকের বাংলাদেশ প্রধান তরুণ মিত্র, ফ্লোরার নির্বাহী পরিচালক তপন কান্তি সরকার এবং এক্সিয়ম টেকনোলজিসের নির্বাহী পরিচালক রেজওয়ান বিন ফারুক।

সম্মেলনে ফ্লোরা এবং এপটেক কর্মকর্তারা বলেন, দক্ষ ও উচ্চ মানসম্পন্ন কমপিউটার পেশাজীবী গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। ফ্লোরা সিস্টেমস-এর চেয়ারম্যান মোস্তফা নুরুল ইসলাম বলেন, এপটেকের যুগোপযোগী কমপিউটার কোর্সসমূহ বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনে দেবে। এপটেক ইস্কাটন কেন্দ্রকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সুবিধার সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে যা ছাত্র ও পেশাজীবীদের চাহিদাকে তুষ্ট করবে। এপটেক বাংলাদেশ প্রধান তরুন মিত্র বলেন, সকল মানুষের সর্বোচ্চ পছন্দ হিসেবে এপটেক যাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এ লক্ষ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তে বিশ্বমানসম্পন্ন কমপিউটার শিক্ষা প্রসারের যে লক্ষ্য তারা নির্ধারণ করেছেন এপটেক ইস্কাটন কেন্দ্র সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর আরো এক ধাপে তাদেরকে উন্নীত করলো।

ফ্লোরা সিস্টেমস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম বলেন যে, এপটেকের অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় ইস্কাটন কেন্দ্রটিও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ারমুখী কর্মসূচীর সকল কোর্স প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি এ কেন্দ্রটিকে কিভাবে সজ্জিত করা হয়েছে তার বিশদ বিবরণ দেন। তিনি জানান যে, তার প্রতিষ্ঠানটি অত্যাধুনিক কমপিউটার হার্ডওয়্যার, সাম্প্রতিক সফটওয়্যার ও প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্কিং সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। অবকাঠামো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া উপকরণ, আধুনিক অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরি, প্লেসমেন্ট সার্ভিস ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাদের রয়েছে উচ্চ শিক্ষিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক যা এপটেকের বিশ্বমান শিক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা দেবে। সর্বোপরি এ প্রতিষ্ঠানে খুব শীঘ্রই যুক্ত হচ্ছে 'সিলভ্যান প্রোমেট্রিক টেস্টিং সেন্টার'।

বাংলাদেশে এপটেকের নতুন শিক্ষাক্রম (এসেট) উদ্বোধন উপলক্ষে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার ফ্লোরা সিস্টেমস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম ডিউকের সঙ্গে কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিনিধির একান্ত কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়— এখানে তার সারাংশ প্রদত্ত হলো :

কমপিউটার জগৎ : ফ্লোরা সিস্টেমস-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি তা বলবেন কি?

মোস্তফা রফিকুল ইসলাম (ডিউক) : প্রকৃতপক্ষে ফ্লোরা সিস্টেমস্ হচ্ছে একটি শিক্ষা কেন্দ্র ও সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে ফ্লোরা লিঃ হচ্ছে একটি হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান। দেশে উন্নত তথ্য প্রযুক্তিবিদ গড়া হবে এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সফটওয়্যার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান জোরালো ভূমিকা রাখবে।

ক. জ. : কমপিউটার শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আপনারা এপটেককে বেছে নিলেন কেন?

ডিউক : আমরা এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চেয়েছি যারা এক্ষেত্রে প্রচণ্ড সুনামের অধিকারী এবং যাদের কর্মকাণ্ড বিশাল ও বিশ্বব্যাপী। এপটেকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে আমরা বিশ্বমানসম্পন্ন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে উন্নত তথ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরিতে সক্ষম হবো যাতে করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা নিজেদের সংযোজন করতে পারে।

ক. জ. : ASSET কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন—

ডিউক : এটি হচ্ছে মূলতঃ প্রকৌশলী বা উচ্চতর শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য যারা বহুজাতিক ও কর্পোরেট পরিবেশে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে উন্নীত করতে চায়। ইতোমধ্যে আমরা ৬ মাস থেকে এক বছর মেয়াদী ADSET (Advanced Diploma in Software Export Technologies) ও AQPP (Asset Qualified Professional Programme) নামে যথাক্রমে ৬২০ ও ৫৪৮ ঘন্টার দুটো কোর্স চালু করেছি। এ কোর্সগুলোতে যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে ওয়ার্কশপ, ভিস্যুয়াল বেসিক, জাভা, উইন্ডোজ এনটি, নোভেল, নেটওয়্যার ও ইউনিক্সের পাঠদান করা হবে। শিক্ষাক্রমকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সনদ যেমন— CNA, CNE, MCP, MCSE বা OCP প্রাপ্তির দিকে ধাবিত হয়। মূলতঃ আমাদের কর্মসূচী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চলছে এবং বর্তমানে ৩টি ব্যাচ চালু রয়েছে। এ বছরের সেপ্টেম্বরে নতুন ব্যাচ শুরু হবে।

ক. জ. : আপনারা কি চাকরি বা H1B ভিসার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করবেন?

ডিউক : অবশ্যই। চাকরি প্রদান করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। H1B ভিসা তথা যুক্তরাষ্ট্রে আমরা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবো এবং এ ব্যাপারে আমাদের কিছু গ্রাউন্ডওয়ার্ক করা আছে। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আমাদের সিঙ্গাপুর, দুবাই ও যুক্তরাজ্যে ফ্লোরা সিস্টেমস-এর শাখা খোলার প্রচেষ্টা চলছে এবং আমরা খুব শীঘ্রই তা-চালু করতে সক্ষম হবো বলে আশা রাখি।

ক. জ. : আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বেশ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে চালু হয়েছে এবং হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

ডিউক : এটা অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য ভালো হয়েছে। এতে করে দেশের মানুষ শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড জানতে পারছে ও নিজেদের মূল্যায়িত করার সুযোগ পাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে আমি প্রতিযোগী হিসেবে দেখছি না কারণ এখনও দেশে আরো প্রচুর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। প্রচুর তথ্য প্রযুক্তিবিদের ঘাটতি রয়েছে। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই ৫ লক্ষ ঘাটতি আছে। আমাদের দেশের ১২ কোটি মানুষের কত পারসেন্টকে আমরা কমপিউটারমুখী করতে পেরেছি?

ক. জ. : আপনাদের কোর্সসমূহ কি ব্যয়বহুল?

ডিউক : প্রকৃতপক্ষে তেমন ব্যয়বহুল নয় কারণ এখন ঘন্টা হিসেবে শিক্ষাব্যয় ধরা হয়। ঘন্টাপ্রতি ১১০ টাকার মতো ব্যয় ধরা যায় যা সামগ্রিক মূল্যায়নে তেমন বেশি বলে মনে করি না।

ক. জ. : ঢাকার বিভিন্ন অলি-গলিসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে স্বীকৃতিবিহীন কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তাদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

ডিউক : প্রথম দশ বছরে তারা যে ভূমিকা পালন করে এসেছে তা অনেক বড়। তারা প্রাথমিক স্তর থেকে উত্তরণ ঘটাতে আমাদের সাহায্য করেছেন। তবে এখন এক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রজন্ম চলছে। এখন ব্রান্ডেড শিক্ষা কার্যক্রম দরকার যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন কমপিউটারবিদকে সংযোজন করতে ক্ষমতা প্রদান করবে। তবে এখানে একটি কথা— এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, এদের বলতে গেলে কোন সুসংগঠিত পদ্ধতি নেই, কোর্স উপাদান যুগোপযোগী নয় অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটিই অনিয়ন্ত্রিত।

ক. জ. : দেশে যে বছর দশ হাজার প্রোগ্রামার সৃষ্টি ও চাহিদার কথা প্রায়শঃই শোনা যায়— এ ব্যাপারে আপনাদের ভূমিকা কি হবে?

ডিউক : এ ব্যাপারে আমরা অবদান রাখতে সক্ষম হবো।

কমপিউটার জগৎ মনে করে— দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার পাশাপাশি সফটওয়্যার উন্নয়নে এপটেক-ফ্লোরার এই যৌথ উদ্যোগ দেশে বিরাট অবদান রাখবে।

[প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন রিয়াজুল আহসান]

এপটেক এডুকেশন সেন্টারের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ফ্লোরা সিস্টেমস-এর চেয়ারম্যান মোস্তফা নুরুল ইসলাম। তাঁর ডানে উপবিষ্ট রয়েছেন যথাক্রমে তরুণ মিত্র, রেজওয়ান বিন ফারুক ও তরুণ কান্তি সরকার এবং বাঁ দিকে রয়েছেন ফ্লোরা সিস্টেমস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম ডিউক